স্থবির হাট

সুমেরু মুখোপাধ্যায়

রাণীর ছিল খুব আয়নার বাতিক। বাতিক বলে বাতিক! মেঝে, দেওয়াল, থালা, বাটি না হয় আয়না হল তা বলে মাঠ, উদ্যান, রাজপথ? রাজা গোপনে পারিষদের সাথে মন্ত্রণা করে ঠিক করলেন গাড়ি, ঘোড়া তুলে দেবেন পুরো ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম হবে জলপথে। রাণী আবার জলপথে ভ্রমণ খুব পছন্দ করতেন, সারা রাস্তা জলে নিজের ছায়া দেখতে দেখতে যেতেন, নো হুকুম, নো ফাইফরমাশ, সবাই কুল। সবকিছু আয়নায় মোড়াতে মোড়াতে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। অথচ রাণীর হুকুম, রাজামশাই অবাধ্য হন না, প্রজারা কোন ছার! পুরনো লোহা ভাঙ্গা টিন ভাঙ্গাদের জলের দরে বাস, ট্রাম, ট্রেন বেচে লোকজন লাগিয়ে তৈরি হতে লাগল নদী, নালা, দিঘী।

রাণীর ছিল দুই ছেলে রূপকুমার আর অপরূপকুমার। রাণী বিদেশ থেকে পন্ডিত আনিয়ে কড়া ট্রেনিং দিয়ে একজনকে বানালেন চিত্রকর অন্যজনকে ফটোগ্রাফার। রূপকুমার সকাল থেকে রাত তার মায়ের ছবি আঁকত আর অপরূপকুমার রাত থেকে সকাল তার মায়ের ফটো তুলত। এছাড়া তাদের আর কোনো কাজ ছিল না। রাজাও বহুদিন পর একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সভাসদ আর দুইজন বাছাই করা নর্তকী গোলাপী আর আকাশীকে নিয়ে গেলেন বনবিহারে। গোলাপী রঙ ছিল রূপকুমারের খুবই পছন্দের। তার মায়ের দুধে আলতা রঙ থেকে পোষাক সবেতেই ছিল গোলাপীর প্রাধান্য। ঘুম থেকে উঠে রূপকুমার দেখলেন গোলাপী বিদায় নিচ্ছে রাজপ্রাসাদ থেকে। আর বলা নেই কওয়া নেই রঙ আর তুলির ঝোলা নিয়ে রূপকুমারও দাঁড়িয়ে পড়ে সভাসদদের ভীড়ে। এবং সেখানেই আবিষ্কার করে অপরূপকুমারকে। এ কী, তুইও এখানে! বিস্ময়ের পুরোটা নিবারণ করে না অপরূপ, শুধু বলে, এই এলাম।

রাণীর ঘুম ভাঙ্গে কিঞ্চিত দেরীতে। মুখ ধোয়া, গোসল করা, চন্দন মাখা সব হয়ে গেল তবু রূপ-অপরূপের দেখা নেই। রাজপুরীও একটু বেশি চুপচাপ, কোনো ক্রসফায়ার টায়ার ঘটল নাকী। এই তো কিছুদিন আগে নেপালে কী কান্ডটাই না ঘটল। আমাদের রাজার তো আবার তার উপরে সব ব্যাপারে হুঁশ কম। রাণীর অবশ্য বিভিন্ন স্পাই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন লেভেলে ফিট করা আছে। মোবাইলে একটা কমন এসএমএস টাইপ করে সব্বাইকে ছেড়ে দিলেন। যথারীতি অন্য সকলের সঙ্গে রূপ-অপরূপ দুইজনের মোবিলেই টুং টাং করে সেই মেসেজ এল। তারা তখনও জঙ্গলে ঢোকেনি, মিনমিন করছে নেটওয়ার্ক। কেউ আর কল করার ঝামেলায় গেল না, এসএমএসেই উত্তর পাঠিয়ে দিল। রূপ জানাল সে গেছে উত্তরের পাহাড়ের পাদদেশে। সেখানে অন্য দেশ থেকে পাথর গড়িয়ে নদীতে এসে পড়ে। আর সেই পাথরের ফাঁকে ফাঁকে থাকে বিচিত্র রঙ। সে গেছে সেই অন্য রঙের খোঁজে। অন্য রঙ যোগাড় করে এনে মায়ের ছবি আঁকবে সে। অপরূপ জানাল, সে গেছে দক্ষিণে। আঙুলের তিরিতিরি শিরার মতো প্যাচানো নদী ঘেরা জঙ্গলের ভেতর যখন সূর্য ওঠে, জমাট কুয়াশার ভেতর পাতার ফাঁক-ফোকরে গলে লক্ষ্যভেদী তীরের মত আলো বিদ্ধ করে ধরণীকে, সে নিয়ে আসবে সেই আলো। সেই আলোয় সে তুলবে রাণীর ছবি।

(২)

সে এক মহাঘন জঙ্গল। আয়নার গায়ে ঠেস দিয়ে আয়না বসানো। বিচিত্র সব আকার ও আকৃতির আয়না, কোনোটা আমগাছের মত কিন্তু আমগাছ নয়, কোনোটা আবার ঝাউগাছের মত কিন্তু ঠিক ঝাউগাছ নয়, মানে সব স্বাধীন স্বাধীন ব্যাপার। আয়না দিয়ে কয়েকটা ময়ূরও বানানো ছিল কিন্তু সেগুলো একদমই ময়ূরের মত দেখতে নয়, দেখতে একদম মৃণালের মত। মৃণালের মত নাকি অনেক কিছুই ছিল সে জঙ্গলে, অমোঘ অপাপবিদ্ধ, শিয়াল, রাজহাঁস ও সজারু। যাই হোক লোক লস্কর সে জঙ্গলের ভেতর কাঁচ ভেঙ্গে বেশ কিছুটা জায়গা ফাঁকা করে তাঁবু সেট করে ফেল্লো। দু দুট তাঁবু। একটা গোলাপীর অন্যটা আকাশীর। রাজার যখন যেখানে ইচ্ছে থাকবেন, রিল্যাক্স করতেই তো আসা। রাজা শিকার করবেন আগেই খবর দেওয়া ছিল, দেখা গেল সেই মত কয়েকটা প্যাঙলা হরিণ তাঁবুর কাছে খুঁটিতে বাঁধা আছে। একদম হাড় জিরজিরে তাদের চেহারা, একটু জোরে হাওয়া দিলেই যেন উড়ে বেরিয়ে যাবে। কী আর করা যাবে, রাণীর হুকুমে দেশে কোথাও আর ঘাস নেই। নানরুটি খাইয়ে কোনোরকমে বাঁচিয়ে রাখা হ্রিণ, ভয়ে তিরতির করে কাঁপছে। রাজার তাদের দিকে

তাকিয়ে মায়া হল। আহা রে, অদের জীবনে তো কোনো আমোদ আহ্লাদই আর নাই। রাজা হুকুম দিলেন, ওরে কে কোথায় আছিস, হরিণদের গান শুনা, নাচ দেখা। আমার রাজ্যে কেউ ভয়ে ভয়ে বেঁচে আছে এ আমি দেখতে চাই না।

জঙ্গল কাঁপিয়ে বাজনা বাজিয়ে শুরু হল আমোদ আহ্লাদ। কোকিল ব্যান্ডের ছেলে পুলেরা হরিণের চারপাশে গোল হয়ে বাজনা বাজাতে লাগলো। Co-কিলের পান্ডা কিলভাই গান ধরলেন, কয়টা হরিণ বান্ধা আছে কাঁটাতার ঘেরা বনে। সাকিল ভাই 'সা' টা ঠিকমত লাগান না বলে তার নাম হয়েছে কিল ভাই। আর তার গানের দল হল 'কিল & Co' বা 'কো'কিল। কিল ভাই এক লাইন করে গান, আর বাকী সবাই সেটাই দশ-বারোবার করে গায়। তারপর একে একে হল বিড়ি জ্বালাইলে বাজিয়ে, গোলাপীর নাচ আর নিথুয়া পাথারে'র সঙ্গে আকাশীর স্ট্রিপস্টিজ। সিটি আর তালিতে সারা জঙ্গল গমগম করতে লাগল। আর ছিল অফুরন্ত চু'এর বন্দোবস্ত। রাজ্যে যদিও চু'পান নিষিদ্ধ তবু এইসব বিশেষ দিনে একটু-আধটু চলে। যেমন হরিণও তো রাজ্যে মারা নিষেধ কিন্তু তা বলে রাজা কাল ঐগুলোকে মারবেন না? বাপ-মা প্রেম করতে মানা করলে ছেলে কী তা করে না?

জঙ্গল ব্যপারটাই অদ্ভুত, খাঁচার বাঘও নিজেকে স্বাধীন মনে করে। রূপ ও অপরূপ রাজপ্রাসাদের বাইরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এবং এক রাত্তিরেই তারা যথাক্রমে গোলাপী ও আকাশীর প্রেমে পড়ে গেল। পরদিন সকালে রাজা যখন সমস্ত সভাসদদের নিয়ে শিকারে বেরিয়ে গেলেন দুই ভাই কিন্তু সে পথ মাড়াল না। রূপ রঙ তুলি নিয়ে ঢুকল গোলাপীর তাঁবুতে আর অপরূপ কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে আকাশীর তাঁবুর সামনে মাউথ অরগ্যান বাজাতে লাগলো। রূপকুমার দেখল এক ফুটফুটে পরী সারারাত নেচে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে। তার পায়ের কাছে রয়েছে রূপার কাঠি আর মাথার কাছে সোনার কাঠি। রাজকুমার সে'দুটো বদল করতেই, গোলাপী উঠে বসল। রূপ তার নিজের পরিচয় দিয়ে গোলাপীর ছবি আঁকতে চাইল। গোলাপীর তখন হাতে চাঁদ পাওয়ার মত ব্যপার। লাস্যমাখা হাসি দিয়ে সে জানিয়ে দিল, রূপ যা চাইবে, যেভাবে চাইবে তাই পাবে। রূপকুমার কামনামদির দৃষ্টির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না, চোখ নামিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, ঘুমন্ত অবস্থাতেই গোলাপীকে সবচেয়ে সুন্দর লাগে, সে সেইটাই আঁকতে চায়। বলেই তড়িঘড়ি সোনার কাঠি রূপার কাঠি বদল করে দিল। গোলাপী যথারীতি ঘুমিয়ে পড়ল আর রূপকুমার তার আঁকার সরঞ্জাম ছড়িয়ে বসল।

রূপকুমার গোলাপীকে আঁকার প্রচুর চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই জুত করতে পারল না। আসলে তাকে যেসব বাঘা বাঘা মাস্টারের কাছে আঁকা শেখানো হয়েছিল তাঁরা কেবল রাণীর মুখ আঁকতেই শিখিয়েছিলেন। তাঁদের আঁকা রাণীর পোর্টেটের উপর পেন্সিল ঘষতে ঘষতেই রূপকুমারের আঁকা শেখা।, কখনও সে ফুল-পাতা-পাখী আঁকেনি। গোলাপীকে আঁকতে গেলেও দেখা যায় রাণীমার আদল চলে আসছে! রূপকুমার দেখল বিষম বিপদ। যা হোক কিছু একটা করে ম্যানেজ করা দরকার। সে পাতাভর্তি কিছু চৌকো, লম্বা, গোল ডিম্বাকৃতি হরেক রকমের বস্তু এঁকে গোলাপী রঙ দিয়ে ভর্তি করে দিল। গোলাপী ঘুম থেকে উঠে দেখল তাঁবু জুড়ে সারসার কাগজে রূপকুমার অদ্ভুত সব ছবি এঁকে চলেছে। কোনো পাতা ভর্তি শুধু গোলাপী ডিম, কোনো কাগজে গোলাপী সানগ্লাস, কোথাও শধু গোলাপী বন্দুক। প্রথমে একটু অদ্ভুত লাগলেও গোলাপী মনে মনে হিসেব করে নিল, একে রাজার ছেলে তারপরে আর্টিস্ট মানুষ যেচে তার কাছে এসেছে, হাতের লক্ষ্মী কিছুতেই পায়ে ঠেলা যাবে না। গোলাপী খুবই চপল হয়ে পড়ল আর এক একটা ছবি তুলে পাগলের মত চুমু খেতে লাগল।

(৩)

আকাশী আর অপরূপকুমার হাত ধরাধরি করে 'এই পথ যদি না শেষ হয়' গাইতে গাইতে কত পথই যে হাঁটল কোনো হিসেব নেই। এ জঙ্গল সে জঙ্গল পেরিয়ে কখনও সেই উত্তরে পাহাড়ের কাছে, কখনও বালির উপর পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে সাগরের পারে। অদ্ভুত এক মুক্ত জীবনের সাধ দুজনকেই বিহ্বল করে দিল। আকাশী ঝিনুক কুড়োয় আবার কখনও বালি দিয়ে ঘর বানায়, আর অপরূপকুমার তন্ময় হয়ে ছবি তোলে আকাশীর বালিমাখা আঙ্গুলের। পাহাড়ের নিচে কাঁচের মত জল, টলটল। তাতে নৌকা বিহার করে তারা, আকাশী নৌকার কিনারায় বসে পা দিয়ে জল ভাঙ্গে। অপরূপ হাঁ করে দেখে জলকণা আকাশীর পায়ের পাতায় লেগে সব যেন মুক্তো হয়ে যাচ্ছে, টপাটপ ছবি তোলে সে। ছোট

ছোট মাছ এসে তার ঘুঙুর নাড়িয়ে দেয় অপরূপ ক্যামেরা ভুলে হাততালি দিয়ে অঠে শিশুর মত। মুক্ত বিহঙ্গের মত তারা ঘুরে বেড়ায় এ কাঁচ থেকে সে কাঁচের জঙ্গলে। পাতার ফাঁক ফোকর দিয়ে এসে পড়ে সোনাঝরা রোদ্দুর আকাশীর কানের লতিতে। অপরূপ ছবি তোলে সাহারা মরুভূমির মত সঙ্গীতময় সে কানের লতির।

তারা রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে, প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খায়, আনন্দে উড়ে বেড়ায়। অপরূপকুমারের ক্যামেরার সাথে যত কার্ড ছিল সব আস্তে আস্তে ভরে যায় আকাশীর দেহের বিভিন্ন অংশের ছবিতে। তারা ঠিক করে এইবার ফেরা দরকার। অপরূপকুমার কোনোদিনই নিজেদের প্রাসাদের বাইরে যায়নি, সে কিছুতেই পথ চিনতে পারল না, এমন কি সে জীবনে কোনোদিন কাউকে চিঠিও লেখেনি প্রত্যুত্তরের আশায়, কাজেই নিজের ঠিকানাটাও জানত না। আকাশীও দেখা গেল, খুব কনফিউজড। একবার বলছে জিয়া রোড, একবার বলছে মুজিব স্ট্রিট, বেচারা। সত্যি সে আর কী করে বলবে সে তো কোনোদিনও লেখাপড়াই শেখেনি। শেষে অপরূপ বুদ্ধি করে ক্যামেরার পুরনো মেমোরি কার্ড ঘেঁটে তার বাবার একটা ছবি বার করল, শিকারে এসে সেই প্রথমরাতে তোলা, বেশিরভাগই সে অবশ্য ডিলিট করে দিয়েছে, এইটা রয়ে গেছে কারণ ফ্রেমের বাঁদিকে ঢুকে গেছে আকাশীর হাত। রাস্তায় যার দেখা পায় তারা সেই ছবি বার করে দেখায় কিন্তু কেউই তাকে চিনতে পারে না। একজন ঐতিহাসিক বললেন, বহু বছর আগে অমুক দেশে ঠিক এইরকম দেখতে এক রাজা ছিলেন, তিনি মুদ্রায় খচিত দেখেছেন, অবিকল এই চেহারা। তারা যেন অতি অবশ্য মিউজিয়ামে গিয়ে সেটা দেখে নেয়। এক দরজি জানাল, সে অবিকল এই পোষাক দেখেছে অমুক সিনেমার তমুক নায়কের গায়ে, তারা যেন অবশ্যই ওমুক সিনেমাটার ডিভিডি জোগাড় করে দেখে নেয়। এক বিজ্ঞানী পরামর্শ দিলেন DNA টেস্ট করার। শেষে তারা পুলিশের পরামর্শে সেই ছবি দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিল, 'বাবা চাই'।

(৪)

ফিরে আসার পর রাণীর সঙ্গে রূপকুমারের আর বনেনি। রাজা বাঘ শিকারে গিয়ে গেলেন বাঘের পেটে। রূপ শিল্পী মানুষ শাসনভার-টার তার সইবে কেন? মারামারি কাটাকাটি, চক্রান্ত, ক্যু সব গোলাপীর নেতৃত্বেই হল। যুদ্ধের আগেই সোনার কাঠি, রূপার কাঠি দিয়ে গোলাপী ঘুম পাড়িয়ে রাখল রাণীকে আর তার নেতৃত্বে একদল পেশাদার নর্তকী সারারাত 'বিড়ি জ্বালাইলে' নাচ দেখিয়ে সেনাবাহিনীকেও নিয়ে গেল নিজেদের কব্জায়। এদিকে ভাই অপরূপ তখনও নিখোঁজ। কানাঘুষো শোনা যায় আকাশীর সাথে তাকে দেখা গেছে অমুক জায়গায় তমুক দিনে। গোলাপী ছিল অতি ধুরন্ধর, সে মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে দেশের নাম, রাস্তার নাম বিমানবন্দরের নাম সব পরিবর্তন করে দিল, যাতে অপরূপকুমার কিছুতেই আর চিনে ফিরে না আসতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। সেনাবাহিনীই করে রাজ্য শাসন, সই-সাবুদে মহারাণী গোলাপী। সেনাপ্রধান একান্ত বৈঠকে মহারাণীকে জানালেন রাস্তা-মাঠ-বাজার-- সর্বত্র এই যে আয়না এতে সেনাবাহিনীর খুব ক্ষতি হচ্ছে। তারা কিছুতেই সঠিকভাবে মানুষের প্রকৃত অবস্থান নিরূপন করতে পারছে না। গুলি ফসকাচ্ছে, নষ্টও হচ্ছে প্রচুর! রাণী দেখলেন, তা ঠিক; একটু আগে সেনাপ্রধানের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে নিজেই কাঁচের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন! ক্লোসড ডোরেই যখন ব্যাপারটা এত গোলমেলে বাইরে না জানি কী ঘটছে! সত্যি তো কী করা যায়? সেনাবাহিনীর প্রধান উপস্থিত থাক তে সমস্যার নিরসন না হওয়াটা ভালো দেখায় না, তিনি একটা লাগসই সমাধান দিয়ে দিলেন। রূপকুমার আর্টিস্ট মানুষ সে যদি সব আয়না রঙ দিয়ে ঢেকে দেয় তবে দেশে আর কোন সমস্যা থাকবে না।প্রথমে ঠিক হয়েছিল সমস্ত আয়না গোলাপী রঙ করে দেওয়া হবে, কিন্তু সেনাপ্রধান বললেন, গোলাপী জিনিসটা রাজার খুব পার্সোনাল ব্যাপার, ঘরের ব্যাপার রাস্তায় না আনাই ভাল। আর আলকাতরা দিলে খরচও কম হবে। ঠিক হল সব কালো রঙ করে দেওয়া হবে। কিন্তু এই পরিমান আয়না রঙ করতে প্রচুর প্রচুর শিল্পীর দরকার, রূপকুমারের একার পক্ষে রাজপ্রাসাদের সমস্ত আয়নাই রঙ করা সম্ভব নয় তো বাইরের কী হবে! ঠিক হল চারুকলার স্কুল তৈরি করে, তৈরি করে নেওয়া হবে শিল্পী। ঠিক হল, পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সেনাপ্রধান প্রথম যার যার হাতে কালো ছাতা দেখতে পাবেন তারা সবাই হবে চারুকলার শিক্ষক। একদম মেথডিক্যাল ওয়েতে শিক্ষক নেওয়া হল, সিলেবাস তৈরি হল। প্রথম বর্ষে বইয়ের পাতা কালো রঙ করা। দ্বিতীয় বর্ষে ব্ল্যাকবোর্ড রঙ করা। তৃতীয় বর্ষে দেওয়াল কালো করা। চতুর্থ বর্ষে আয়না কালো রঙ করা। সবাই পরিপূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে চারপাশ কালো রঙ করা শিখতে লাগল। পাশ করলেই চাকরী বাঁধা, সারা দেশ জুড়ে লাগানো লাখ লাখ আয়না ঢেকে ফেলতে হবে কালো রঙ দিয়ে।

ছাত্ররা বিদ্যালয়ের পরে চারুকলার ঠিক সামনে ছোট্ট জায়গায় সমবেত হয়, প্রতিবাদও করে, এই একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার। তবে সেখানে শিল্পাচার্য রূপকুমার তৈরি করেছেন চমৎকার আবহ। তাঁর আঁকা 'গোলাপী' ছবি সেখানে টানানো থাকে। নিজে কাজও করেন সেখানে, কখনো দেখা যায় কয়েক ঝুড়ি ডিমে বসে বসে গোলাপী রঙ করছেন। কখনও বা গোলাপী কাগজ কেটে ঘুড়ি বানাচ্ছেন। ছাত্র ছাত্রীরা হাত লাগায় তাঁর সঙ্গে। হৈ চৈ হয়। কোকিল ব্যান্ডের লোকজন গান গায়। চারপাশে মস্ত মস্ত সব গাছে গোলাপী রঙের সাকুরা ফুটে থাকে, চমৎকার পরিবেশ। হাটের মত ছবি কেনা-বেচাও হয়। শিল্পাচার্য এ জায়গার নাম দিয়েছেন 'স্থবির হাট'। সাকিল ভাই বলেন, হবির হাট। 'স'এর দোষ তার এখনও কাটেনি। মাঝে মাঝে জোটে কিছু বাউল-ফকির। তখন তো রীতিমত উৎসব। গোলাপীর নির্দেশে সেনাবাহিনীর লোক ছবির হাটে কড়া পাহারা দেয় বটে তবে শিল্পাচার্যকে বেশি ঘাটায় না তারা। এমনকি ছেলেমেয়েদেরও। কেননা, দেশে প্রচুর শিল্পী চাই, দ্রুত। যত শীঘ্র সম্ভব সমস্ত কিছু কালো রঙ দিয়ে ঢেকে ফেলা বাস্তবায়ন করতে হবে! এর মধ্যে দেখা গেল এক আধ পাগলা বুড়ো হাজির এক লড়ঝড়ে ক্যামেরা নিয়ে। সে অবশ্য ছবি তোলে শুধু আকাশের, কখনো শুয়ে কখনও গাছে চড়ে তোলে আকাশের ছবি। একদা সেই চিনতে পারে শিল্পাচার্যকে, ভাই বলে জড়িয়ে ধরে সে। রূপকুমার প্রথমে থতমত খেলেও ধীরে ধীরে বুঝতে পারে সেই তার হারিয়ে যাওয়া ভাই অপরূপকুমার।

রাজাদের ভিতর এই ভাই ভাই ব্যপারটা কখনই ভাল দিকে গড়ায় না। আর যখন সম্পত্তি হিসেবে আছে একটা গোটা দেশ। গোলাপী তার অধিকার ছাড়তে চাইবে কেন? ষড়যন্ত্রে কী না হয়। অপরূপকুমারকে পিতৃহত্যার মামলায় গ্রেপ্তার করা হল। ফাঁসানো হল নারী পাচারের কাজে, তাকে গোপন এলাকায় রেখে রোজই জেরা করে সেনাপ্রধান স্বয়ং। পরদিন কাগজে, দেখা যায় সব চাঞ্চল্যকর নতুন তথ্য। অপরূপকুমারের ক্যামেরা আর মেমোরিকার্ড আগেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এইবার সেগুলোই হয়ে উঠল অন্যপক্ষের হাতিয়ার। তাতে দেখে গেল নারীদেহের বিভিন্নাংশের ছবি। সেনাবাহিনী এযাবৎ যত নারী ধর্ষণ কর, খুন করে বেওয়ারিশ বলে ফেলে দিয়েছিল, জানা গেল, এগুলো সব অপরূপ ডনের কাজ, ছবিগুলো নাকি তারই প্রমাণ! বাস্তব প্রকৃতই নিষ্ঠুর। 'স্থবির হাটে' শুরু হল দীর্ঘকালীন বডি পার্টসের প্রদর্শনী। লোক এল, দেখল, বিশ্বাস করল। সবাই থুতু ছেটাতে শুরু লাগল অপরূপকুমারের ছবিতে, দাহ করল কুশপুত্তলিকা। সমস্ত খবরে, লোকের মুখে তখন কেবল এক প্রদর্শনীর কথা 'ক্রসফায়ার এন্ড এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং'। আফ্রিকায় বসে সব খবরই পেলেন ম্যাডাম আকাশী। সে বহুদিন আগেই অপরূপকুমারকে ছেড়ে এক বিদেশীর সঙ্গে হলিউডে পাড়ি দিয়েছিল। দেশের রিপোর্টাররা সবাই আফ্রিকায় যেতে লাগল আকাশীর একটা স্টেটমেন্ট পাওয়ার জন্যে। কিন্তু তিনি মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেন, অপরূপকুমারের মৃত্যুদন্ড ঘোষণার ব্যপারে কোনো স্টেটমেন্ট দিলেন না। এমনকি এনি এমাউন্টে এক্সক্লুসিভ ইন্টারভ্যুর জন্য আগামী দুই বৎসরেও তার কোনো ডেট পাওয়া গেল না। মনের দুঃখে সাংবাদিকরা আফ্রিকায় নায়াগ্রা-গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, ডিজনিল্যান্ড ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর আকাশী আল্লাতালার কাছে শুকুর মানালেন, খুব জোর বেঁচে গেছেন বলে। তাল বুঝে কেটে না পড়লে ঐ পিশাচটা হয়ত তাকেও মেরে ফেলত। আর তারও দেহাংশের ছবির জায়গা হত ঐ পোড়া স্থবির হাটে।